194976 - ইসলামে হিজাবের বিধান আরোপের কারণ যৌন কামনা রোধ করা নয়

প্রশ্ন

আপনাদের ধর্ম বা সংস্কৃতিতে নারীদের যে আবরণ পরতে হয় আমি সে ব্যাপারে জানতে আগ্রহী। এই পোশাক আমাদের খ্রিষ্টানদের কাছে সত্যিই খুব অসার মনে হয়। কারণ এটি এমন ইঙ্গিত করে যেন একজন নারী ভাবে সে এই পোশাক না পরলে প্রতিটা পুরুষ তাকে কামনা করবে। আরও ইঙ্গিত করে যে সৌন্দর্যের কারণে আপনার ধর্মের বা সংস্কৃতির অনুসারী কোন নারীর ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে বিশ্বাস করা যায় না। কারণ আপনি মনে করছেন যে আপনাকে কামনা করা হবে। কিন্তু কেউ সুন্দর হতেই পারে; তাই বলে প্রতিটা পুরুষ তাকে কামনা করবে এমন তো নয়। আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে পারেন? আমি আপনাকে সত্য করেই বলব আমি যখন এই পোশাক পরা কোন নারীকে দেখি আমার মনে হয়, "কত অসার তুমি?" উত্তরের জন্য আপনাকে আগেই ধন্যবাদ দিয়ে রাখছি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

প্রথমেই আমরা আপনাকে আপনার অকপটতা,সুস্পষ্ট প্রশ্ন ও প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমরা আশা করি নিচে যে সামান্য কিছু কথা আমরা তুলে ধরব এর মাঝে আপনি আপনার উত্তর খুঁজে পাবেন।

আমরা উত্তরের শুরুতে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই,যার উত্তর আপনাকে দিতে হবে এবং তারপর আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আপনার কাছে পরিষ্কার হবে। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে- আপনি কি মনে করেন যদি একজন নারী তার সমস্ত কাপড় খুলে লন্ডন বা প্যারিসের মার্কেটগুলোতে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ায় তাহলে আপনি সেটা মেনে নিবেন অথবা সেখানকার কর্তৃপক্ষ বা আইন তাকে সেটা করতে দিবে?

আমরা মনে করি,খুব সম্ভবত আপনার উত্তর হবে- না,আপনি তা মেনে নিবেন না।বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তা একদমই অনুমোদন করবে না। এটা সে দেশে বসবাসরত সবাই জানে।

যদি আমরা আরও এক ধাপ এগিয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করি, যদি সে তার শরীরের নিম্নাংশের বিশেষ অঙ্গটা আবৃত করে শরীরের উর্ধ্বাংশ খোলা রেখে শপিং এ বের হয়?আমাদের মনে হয় আপনি এবারও একমত হবেন যে, এমন ব্যবহার অভদ্রতা ও অসম্মানজনক এবং প্রচলিত আদবের লঙ্ঘন।

এখন যারা স্থুলভাবে নজিদেরে প্রকাশ করে তাদরে কথা ছাড়ুন;আপনার কি মনে হয় যদি একজন নারী তার ঘুমরে পোশাক পরে রাস্তায় বা লোকালয়ে আসে...?

সম্ভবত আপনি জাননে যে পশ্চমিা দশেে যারা সাঁতাররে পোশাক পরে লোকালয়ে আসে তাদরে বরিুদ্ধে কর্তৃপক্ষরে আপত্তি জানানোর অধকিার আছএেবং কোম্পানরি ম্যানজোর বা অফসিরে কর্মকর্তার কর্মক্ষত্রেে নারী কর্মচারীকে খোলামলো, উস্কানমিূলক পোশাক পরা প্রতহিত করার অধকিার আছে এবং প্রচলতি,শালীন পোশাক পরা তাদরে জন্য বাধ্যতামূলক।

এখন আমাদরে প্রশ্ন হচ্ছে- আপনি কি মনে করনে এসব দশে,মানুষ,প্রতষ্ঠিান,আইন ও রীতি-নীতি আপনার কথা অনুযায়ী অসার ও তারা যৌনতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে?অথবা আপনি কি মনে করনে তারা ঘৃণ্য অন্যায়কারী; যাদরে লক্ষ্য হচ্ছে মানুষরে স্বাধীনতা হরণ করা এবং এমন কাজ যৌনতায় মত্ত হয়ে থাকা মানুষ ছাড়া আর কারও পক্ষে করা সম্ভব না?আপনি কি মনে করনে যদি একজন নারী তার বুক কংিবা বশিষে অঙ্গ খোলা রাখে অথবা সাতাররে পোশাকে লোকালয়ে আসে তাহলে সমস্ত পুরুষ তাকে কামনা করবে অথবা তাকে পততিা মনে করবে কংিবা ভাববে সে তাদরেকে প্রলুব্ধ করারচষ্টো করছে?

আপনি যদি বলনে, এই দুইটা দৃশ্যরে মাঝে পার্থক্য আছে-লোকালয়ে নগ্নতা নঃিসন্দহেে অগ্রহণযোগ্য। কন্তিু চুল আর মুখ খোলা রাখা উস্কানমিূলক নয়; বরং স্বাভাবকি ব্যাপার। আর এটাতে আইনও লঙ্ঘন হয় না।তাহলে আমরা আপনাকে বলবঃ আমি আর আপনি নর্িধারণ করার কে শরীররে কোন অংশ উন্মুক্ত রাখা যাবে, আর কোন অংশ উন্মুক্ত রাখা যাবে না? আপনি কনে চাইছনে আপনার নর্িধারতি সীমা আমরা মনেে নবি, যখোনে আপনি ইসলামী শরয়িা অনুযায়ী নর্িধারতি সীমা মনেে নতিে রাজি নন?

অধকিন্তু,কনে একটা নর্িদষ্টি সমাজযমেন ধরুন পশ্চমিা সমাজনর্িধারণ করবে কোনটা অন্যদরে জন্য মানানসই; আর কোনটা মানানসই নয়?

আপনি যদি মনে করনে প্রকাশ্যে নগ্নতা ও স্বল্প পোশাক পরা নষিদ্ধি করা মানে আপনি আপনার প্রশ্নে যা যা বলছেনে তা না,তাহলে আমরা আপনাকে বলব যে আমরা মুসলমিরা বশি্বাস করি শালীন পোশাক হচ্ছে এই হজিাব যা মুসলমি নারীদরে পরতে দখেে আপনি তাদরেকে "অসার" বলে অভযিুক্ত করছনে।

কনে আপনি হজিাব পরাকে শালীনতা হসিবেে দখেছনে না? নাকি আপনি মনে করছনে এটি সাধারণ রুচি,আদব ও নতৈকিতা বরিুদ্ধ? যদি তা মনে করনে থাকনে তাহলে আপনি নজিরে বা নজি সমাজরে দৃষ্টভিঙ্গকিে অন্য সমাজ বা মানুষকে বচিাররে মানদণ্ড মনে করছনে কনে?

কনে আপনি এই বষিয়ে আমাদরে দৃষ্টভিঙ্গকিে প্রত্যাখ্যান করে আপনার দয়ো শালীনতার ব্যাখ্যা মনেে নতিে বলছনে? একজন নারী যদি তার উরু বা পটে খোলা রাখে তাহলে সটো কি শালীনতা?নাকি তার শুধুমাত্র নজিরে হাত আর পা উন্মুক্ত

রাখার মাঝখেই একে সীমাবদ্ধ রাখা উচতি?এই বষিয়ে আপনার দকিনর্িদশেনা কি?আপনার কি অধকিার আছে সমস্ত মানবতাকে আপনার নজিস্ব ধারণা মনেে নতিে বাধ্য করার?

এটা কি সাদা মানুষদরে অবশষ্টি "অধকিার"? অথবা এভাবওে বলতে পারি এটা কি শুভ্র বা স্বর্ণকশেী নারীর পৃথবিীকে নয়িন্ত্রণ করা ও পৃথবিীর ধ্যান-ধারণা,রীতি,আদব আর রুচকিে নর্িধারণ করার একক পন্থা?

কনে আপনি কুমারী মরেী (আঃ)-কে "অসার" বলনে না? প্রশ্নে আপনি যে কারণ দখেয়িছেনে সে অনুযায়ী তো তনিওি অসার।আপনি জাননে যে তনিি এক ধরণরে হজিাব পরতনে। তনিি কি আপনার ব্যাখ্যা অনুযায়ী শালীনতাকে যৌনতার সাথে সম্পর্কতি কছিু ভবেছেলিনে?

কনে গর্িজার মহলিারা গর্িজার কাজকর্মরে সময় ও প্রার্থনার সময় তাদরে চুল ঢকেে রাখে?

প্রার্থনারত অবস্থা আর প্রার্থনার বাহরিরে অবস্থার মাঝে পার্থক্য কি?যদি প্রার্থনার সময় হজিাব করলে ভক্তি আর বশি্বাস বাড়ে,তাহলে কনে একজন নারী প্রার্থনার বাইরে তার ভক্তি আর বশি্বাসরে একাংশকে সরয়িে রাখব?

কোরন্িথীয়দরে প্রতি দূত পল প্রথম এপস্টিলে যা বলছেনে তার প্রতি কনে আপনি অসারতার অভযিোগ আননে না?তনিি বলছেলিনে:

"কন্িতু যে স্ত্রীলোক মাথা না ঢকেে প্রার্থনা করে বা ভাববাণী পড়সেে তার নজিরে মাথার অপমান করে —এটি সে স্ত্রীলোকরে মাথা ন্যাড়া করে ফলোর তুল্য।

স্ত্রীলোক যদি তার মাথা না ঢাকে সে যনে তার মাথার চুল কটেে ফলেল।কন্িতু স্ত্রীলোকরে পক্ষে যদি চুল কটেে ফলো বা মাথা ন্যাড়া করা লজ্জার বষিয় হয় তবে সে তার মাথা ঢকেে রাখুক।

আবার পুরুষ মানুষরে মাথা ঢকেে রাখা উচতি নয়।কারণ সে ঈশ্বররে স্বরূপ ও মহমিা প্রতফিলন করে। কন্িতু স্ত্রীলোক হলো পুরুষরে মহমিা।

কারণ স্ত্রীলোক থকেে পুরুষরে সৃষ্টি হয়নি;কন্িতু পুরুষ থকেইে স্ত্রীলোক এসছে।ে

স্ত্রীলোকরে জন্য পুরুষরে সৃষ্টি হয়নি;কন্িতু পুরুষরে জন্য স্ত্রীলোকরে সৃষ্টি হয়ছে।ে

এ কারণে এবং স্বর্গদূতগণরে জন্য অধীনতার চহ্নি হসিবেে একজন স্ত্রীলোক তার মাথা ঢকেে রাখব।ে" [১ করন্িথীয়ানস ১১:৫-১০ – নতুন আন্তর্জাতকি সংস্করণ]

টমিথেরি প্রতি পলরে প্রথম এপস্টিলে বলা হয়ছে-

“অনুরূপভাবে আমি চাই নারীরা যনে ভদ্রভাবে ও যুক্তযিুক্তভাবে উপযুক্ত পোশাক পরে তাদরে সজ্জতি করে। তারা যনে নজিদেরে শৌখনি খোঁপা করা চুলে বা সোনা মুক্তোর গহনায় বা দামী পোশাকে না সাজে।

কন্তিু সৎকাজরে অলঙ্কারে তাদরে সজেে থাকা উচতি। যে নারী নজিকেে ঈশ্বরভক্ত বলে পরচিয় দয়ে তার এভাবইে সাজা উচতি।

নারীরা সম্পূর্ণ বশ্যতাপূর্বক নীরবে নতনম্র হয়ে শক্ষিা গ্রহণ করুক।

আমি কোন নারীকে শক্ষিা দতিে অথবা কোন পুরুষরে ওপরে কর্তৃত্ব করতে দইি না;বরং নারী নীরব থাকুক।”[১ টমিথেি ২:৯-১২ – নতুন আন্তর্জাতকি সংস্করণ]

উপরন্তু,একজন নারীর শালীনতা ও সদাচাররে চহ্নি হসিাবে বাইবলেে নকিাব(মানে যা দয়িে মুখ ঢাকা হয়)এর কথাও উল্লখে করা হয়ছে।ে

জনেসেসিে বলা হয়ছে :ে

“একদনি সন্ধ্যায় ধ্যান করার জন্য ইসহাক একান্তে নর্িজন প্রান্তরে বড়োতে গয়িছেলিনে। ইসহাক চোখ তুলে দখেলনে যে দূর থকেে উটরে সারি আসছ।ে রবিকিাও ইসহাককে দখেতে পলেনে। তখন সে উটরে পঠি থকেে লাফয়িে নমেে পড়ল। ভৃত্যকে জজ্ঞিসে করল, “কে ঐ তরুণ মাঠরে মধ্যে দয়িে আমাদরে দকিে এগয়িে আসছ?ে”

ভৃত্য উত্তর দলি, “ঐ আমার মনবিরে পুত্র।” শুনে রবিকিা ওড়না দয়িে তার মুখ ঢকেে নলি।” [জনেসেসি ২৪:৬৩-৬৬ – নতুন আন্তর্জাতকি সংস্করণ]

আমাদরে পক্ষে এখানে এর চয়েে বশেি উদ্ধৃতি দয়ো সম্ভব নয়। এই বষিয়ে বশিষেজ্ঞদরে গবষেণা রয়ছে।েআপনি সসেব খুঁজে পড়ে দখেতে পারনে।

আমরা আপনার সাথে শুধু যুক্ততির্ক দয়িে, নরিপক্ষে মনোভাব নয়িে এবং আলোচেনা-সমালোচেনার একটি স্বচ্ছ ভত্তিি থকেে বষিয়টি পর্যালোচেনা করার চষ্টো করছ।ি “অসারতার” অভযিোগ আমরা করতে চাই না। একজন প্রতপিক্ষরে জন্য এমন দাবী করা খুব সহজ। আর যে কউে এমন দাবী খণ্ডন করতে সক্ষম।

আমরা আপনাকে নশ্চিতি করছি যে ইসলামী শরয়িতে হজিাব বাধ্যতামূলক এ কারণে নয় য,ে যসেব নারী হজিাব পরে না তারা সবাই চরত্রিহীন। অথবা এ কারণে নয় য,ে হজিাব না পরলে সমস্ত পুরুষ একজন নারীর দকিে খারাপ দৃষ্টতিে বা কু মতলবে

তাকাবে। ইসলামী সমাজ মানুষকে পরিবারে,রাস্তায়,স্কুলে,মসজদিে,বশি্ববদ্যিালয়ে সব জায়গায় সৎকর্মশীল ও ধার্মকি হতে শখোয়। বাস্তব সত্য হচ্ছে ইসলামরে অনকে অনুশাসন মানুষকে সদ্ব্যবহার,ভদ্রতা,সচ্চরত্রিতা ও নম্রতার প্রতি এতটাই উদ্বুদ্ধ করে যে এটা বহু মানুষকে অনতৈকি কাজ থকেে ফরিয়িে রাখে।

তবে যে কোন বধিান আরোপরে ক্ষত্রেে ইসলাম শুধু সংখ্যাগরষ্ঠি মানুষরে দকিটাই দখেে না;বরং সংখ্যায় কম হলওে সমাজে যে কছিু অপরাধী রয়ছেে সটোও ববিচেনায় রাখে। যনে সমাজরে সংখ্যাগরষ্ঠি মানুষরে সুস্থ জীবনধারা নশ্চিতি করা যায় এবং সংখ্যালঘু মানুষ অনতৈকিতার বস্তিার ঘটয়িে তাদরে জীবনকে দুর্বষিহ করে তুলতে না পার।ে ঠকি যমেনভাবে পশ্চমিা দশেগুলোর কর্তৃপক্ষ যদি বকিৃত মনরে মানুষদরে,সমকামীদরে আর স্ট্রপি ক্লাবরে খদ্দরেদরে রাস্তায় বা লোকালয়ে কোন বাধা না দয়িে তাদরে যা খুশি করতে দয়ে,তাহলে আপনি নশ্চিয়ই কল্পনা করতে পারছনে সইেসব সমাজরে পরণিতি কি হতে পার!ে!

এখানে আমরা আরও একটা উদ্ধৃতি উল্লখে করতে চাই যখোনে বলা হয়ছেে কোন নারীর নকিাব(যা দয়িে মুখ ঢাকা হয়)তা অপসারণ করে তার চহোরা অনাবৃত করার চষ্টো করা এক ধরণরে অপকর্ম।

ড্যানয়িলে বইয়রে ক্যাথলকি সংস্করণে বলা হয়ছে-ে

“এখন, সুজানা ছলি খুব মার্জতি ও সুন্দরী এক রমণী। যহেতেু সে অবগুণ্ঠতি ছলি,দুর্বৃত্তরা তার অবগুণ্ঠন সরাতে আদশে দলি যনে তারা চোখ দয়িে তার সৌন্দর্য আস্বাদন করতে পার।ে”

[ড্যানয়িলে ১৩:৩০-৩১ – নউি রভিাইসড স্ট্যান্ডার্ড এডশিন]

কোন মন্তব্য নইে!

সবশষেে,আমরা আপনাকে নারীদরে নরিাপত্তা সংক্রান্ত পরসিংখ্যানগুলোর প্রতি নজর দয়োর অনুরোধ করছ।ি এ পরসিংখ্যান থকেে নারীর উপর নানা রকম আক্রমণ যমেন- ধর্ষণরে যে সংখ্যা আপনি পাবনে সটো রীতমিত আতঙ্কতি হওয়ার মতো। আমরেকিার যৌন আক্রমণ বরিোধী সবচয়েে বড় সংস্থা RAINN(Rape, Abuse and Incest National Network)এর তথ্য অনুযায়ীআমরেকিাতে প্রতি দুই মনিটিে একটা যৌন আক্রমণরে ঘটনা ঘট।ে যার অর্থ হচ্ছে- বছরে যৌন আক্রমণরে ২০৭,৭৫৪টা ঘটনা ঘট।ে এই সংখ্যাটা ব্যাপক এবং এর কারণ ও প্রতকিার খোঁজার জন্য আন্তরকি প্রচষ্টো দরকার।আপনি

আমরা যদি বৈবোহকি বশি্বাসঘাতকতা,অবধৈ সন্তান,ববিাহবচ্ছিদে,অতি-নকিট আত্মীয়রে মধ্যে যৌন সঙ্গমরে পরসিংখ্যান দখে,িতাহলে আমরা এমন অনকে ঘটনা খুঁজে পাব যা ঘটছেে নারীদরে যথাযথ পোশাক না পরার কারণে এবং মহান আল্লাহ কুরআনে যে সীমা নর্িধারণ করে দয়িছেনে তা অতক্রিম করার কারণে এবং এই নর্িদশেগুলো ওল্ড ও নউি টস্টোমন্টেরে ছাপানো সংস্করণওে পাওয়া যাবে যা আমরা উপরে উল্লখে করছ।ি

আমরা আশা করব উপরে যা আলোচনা করা হল আপনি তা ভেবে দেখবেন। পরবর্তীতে কোন সময় আমরা মুসলিম নারীদের হিজাব পরিধানে উদ্বুদ্ধকারী কারণসমূহ এবং এই টুকরো কাপড়ের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক প্রভাবের ব্যাপারে আরও আলোচনা করার প্রয়াশ পাব।

এই আলোচনাতে আমাদের যুক্তিগুলো যদি আপনার মনপুত হয়তাহলে আমরা ইসলাম সম্পর্কে আপনার অনুসন্ধিৎসু সব প্রশ্ন ও আন্তরিক স্পৃহাকে স্বাগত জানাই।

আল্লাহই ভালো জানেন।